চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

মোবাইল নং- ০১৮২৪৪৭৭৬৯৩

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি) ২২ জানুয়ারী ২০২৩ খ্রি.

চট্টগ্রামে নতুন হাসপাতাল গড়তে চাই: মেয়র

চট্টগ্রামের স্বাস্থ্যখাতকে ঢেলে সাজানোর পাশাপাশি নতুন হাসপাতাল নির্মাণ করে চট্টগ্রামবাসীর জন্য উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চান বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরী।
আজ রোববার নগরীর চকবাজার ওয়ার্ডস্থ কাপাসগোলায় নাজমিয়ে দেমিরেল স্বাস্থ্য ক্লিনিকের উদ্বোধনকালে এ মন্তব্য করেন তিনি। এ ক্লিনিকের অর্থায়ন করেছে তুরস্কের সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সরকারি বিভাগ কো-অপারেশন এন্ড কো-অর্ডিনেশন এজেন্সি (টিকা)।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সিটি মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, আমি চট্টগ্রামের স্বাস্থ্যখাতকে ঢেলে সাজাতে চাই। বর্তমানে অপ্রতুল স্বাস্থ্যসেবা কাঠামোর উন্নতিকরণে আমি নতুন হাসপাতাল গড়তে চাই। তুরস্ক এ হাসপাতাল নির্মাণে অর্থায়ন করতে রাজী হলে আমি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন থেকে ভূমি বরাদ্দ দিব এবং সব রকমের সহযোগীতা করব।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে সিটি মেয়র রাষ্ট্রদূতকে সাথে নিয়ে হাসপাতালের জন্য সম্ভাব্য স্থান হিসেবে নগরী সিটি কর্পোরেশন আইটি ইনকিউবেশন সেন্টারের পাশে প্রায় দশ একর ভূমি ঘুরে দেখান।
ক্লিনিকের উদ্বোধকের বক্তব্যে তুরস্কের রাষ্ট্রদূত মোস্তফা ওসমান তুরান বলেন, এই ক্লিনিকটি তুরস্কের সাথে বাংলাদেশের বন্ধুত্বের প্রতীক হিসেবে জনগণকে সেবা দিবে। বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ও সেবাখাত সহ প্রতিটি খাতের উন্নয়নে তুরস্ক পাশে থাকতে চায়।
বিশেষ অতিথি হিসেবে তুরস্কের বাংলাদেশের অনারারি কনসুলেট জেনারেল সালাহউদ্দিন কাশেম খান বলেন, চট্টগ্রাম সিটি কপোরেশনের মেয়র যাতে চট্টগ্রামকে তিলোত্তমা নগরীতে পরিণত করতে পারেন সেজন্য তুরস্কের কাছ থেকে সব ধরনের সহযোগিতা নিশ্চিতে আমি কাজ করছি। ঢাকার তুলনায় চট্টগ্রামের স্বাস্থ্যখাত অনেক পিছিয়ে আছে। এ ক্লিনিকটি চট্টগ্রামের স্বাস্থ্যসেবার মানবৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।
সিটি মেয়রের একান্ত সচিব আবুল হাশেমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ওয়ার্ড কাউন্সিলর নুর মোস্তফা টিনু। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চসিক প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. সেলিম আকতার চৌধুরী, সংরক্ষিত কাউন্সিলর রুমকি সেনগুপ্ত। আরো উপস্থিত ছিলেন তুরস্কের কো-অপারেশন এন্ড কো-অর্ডিনেশন এজেন্সির (টিকা) বাংলাদেশি কো-অর্ডিনেটর সেভকি মার্ট বেরিস, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. ইমাম হোসেন রানা, কাপাসগোলা সিটি কর্পোরেশন মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ নুর বানু চৌধুরী, কাপাসগোলা সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা রুমা বড়ুয়া, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আবু সিদ্দিক প্রমুখ।
উল্লেখ্য এ ক্লিনিকটি ১৯৯৬ সালে তুরস্কের নবম রাষ্ট্রপতি সুলেমান দেমিরেলের স্ত্রী নাজমিয়ে ডেমিরেলের নামে প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীতে ২০২০ সালে হাসপাতালটি সংস্কার ও আধুনিকায়নে নতুনভাবে কাজ শুরু করে তুরস্ক। আধুনিকায়নের পর বর্তমানে এ ক্লিনিকে ডায়াগনস্টিক ল্যাব, গর্ভবতী মায়েদের বিশেষ সেবা, জরুরি চিকিৎসা সেবা ও চিকিৎসা পেশায় জড়িতদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধে নেপালের অবদান চিরকাল মনে রাখব: মেয়র

মুক্তিযুদ্ধে নেপালের অবদানের কথা আমৃত্যু শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবেন বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরী। আজ রোববার বাংলাদেশে নিযুক্ত নেপালের রাষ্ট্রদূত ঘনশ্যাম ভান্ডারির সাথে সৌজন্য সক্ষাৎকালে তিনি এ মন্তব্য করেন।

চসিক মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নেপাল আমাদের মুক্তিযুদ্ধে যেভাবে সামরিক ও বেসামরিকভাবে পাশে দাঁড়িয়ে ছিল তা আমরা চিরকাল শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করব। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও যখন অনেক দেশ বাংলাদেশকে স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিতে গড়িমসি করছিল তখন নেপাল স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই ১৯৭২ সালের ১৬ই জানুয়ারি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় এবং স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছে।

মেয়র আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে যে উচ্চ আয়ের স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলতে কাজ করছেন তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে চট্টগ্রামের অবকাঠামোকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। নেপাল চট্টগ্রাম বন্দর ও নগরীর সুবিধা কাজে লাগিয়ে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্যকে আরো অনেক বেশি প্রসারিত করতে পারে। এক্ষেত্রে আমি সর্বোচ্চ সহযোগিতা করব।

আমি মেয়র হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার পর প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা চট্টগ্রামের অবকাঠামোর উন্নয়নে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ইতিহাসে সর্বোচ্চ আড়াই হাজার কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প বরাদ্দ দিয়েছেন। এছাড়া আরো বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প চলমান আছে। এসব প্রকল্পের মধ্য দিয়ে চট্টগ্রাম কেবল বাংলাদেশ নয় দক্ষিণ এশিয়ারও প্রধান বাণিজ্যিক এলাকায় পরিণত হবে। নেপালের নিজস্ব সমুদ্র বন্দর না থাকার ঘাটতিটি নেপাল চাইলে চট্টগ্রামের মাধ্যমে পূরণ করতে পারে।

এসময় রাষ্ট্রদূত ঘনশ্যাম ভান্ডারি বলেন, নেপালের সাথে বাংলাদেশ যৌথভাবে কাজ করলে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সহজেই ১০০ মিলিয়ন ডলারে পৌঁছানো সম্ভব। এছাড়া বাংলাদেশে যে দ্রুতহারে শিল্পায়ন হচ্ছে তার জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানী পেতে নেপালের সবুজ জ্বালানি উৎপাদনের সক্ষমতাকে কাজে লাগাতে পারে বাংলাদেশ। আমরা যৌথ বাণিজ্য বৃদ্ধিতে চট্টগ্রামের সক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ ও নেপাল উভয় দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে চাই।

এসময় রাষ্ট্রদূত আরো বলেন, চট্টগ্রামে বিপুল পরিমাণ নেপালি শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে। আমি তাদের সাথে কথা বলে এবং চট্টগ্রামে ঘুরে যে আন্তরিক ভালবাসা পেয়েছি তাতে মুগ্ধ। আমি নিজেও বাংলা ভাষা শিখছি। আশা করি মেয়র এর সাথে পরবর্তী সাক্ষাৎকারে বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারব।

এসময় রাষ্ট্রদূত বাংলা ও নেপালী ভাষার মধ্যে সংস্কৃতি ভাষার উৎসসূত্রে মিলের বিষয়টি তুলে ধরেন। মেয়র সম্প্রতি নেপালে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানো ব্যক্তিদের জন্য সমবেদনা প্রকাশ করেন।

এসময় উপস্থি ছিলেন- চসিক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, ওয়ার্ড কাউন্সিলর ড. নিছার উদ্দিন আহমদ মঞ্জু, শৈবাল দাশ সুমন, সলিম উল্লাহ বাচ্চু, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা মো. নজরুল ইসলাম, মেয়রের একান্ত সচিব আবুল হাশেম, প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা হুমায়ুন কবির চৌধুরী,নেপালের বাংলাদেশ দূতাবাসের থার্ড সেক্রেটারি সুভাশ মাগার। পরে নেপালের রাস্ট্রদূত সিটি মেয়রকে নেপালের ঐতিহ্যবাহি হস্তশিল্প উপহার দেন এবং মেয়র চসিকের মনোগ্রাম খচিত ক্রেস্ট ও উপহার রাস্ট্রদূত কে হস্তান্তর করেন।

চসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে শেখ মুহাম্মদ তৌহিদুল ইসলামের যোগদান

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুগ্ম সচিব শেখ মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম। আজ রোববার সকালে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে যোগদানের পর তিনি সিটি মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরীর সাথে সাক্ষাত করে তাঁর দায়িত্বভার বুঝে নেন। পরে তিনি চসিকের বিভাগীয় ও শাখা প্রধানগণের সাথে সাক্ষাত করেন। এসময় তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে যাচ্ছেন তার অংশ হিসেবে চসিককে আধুনিক ও উন্নত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে মেয়র মহোদয়ের নির্দেশক্রমে সর্বোচ্চ আন্তরিকতা দিয়ে কাজ করে যাবো।

চসিকে নতুন যোগদানকৃত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ তৌহিদুল ইসলাম চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ থেকে এলএলবি ও এলএলএম ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীতে তিনি জাপানের ইন্সটিটিউট অফ ডেভেলপিং ইকোনমিস এডভান্সড স্কুল থেকে পিজিডি ডিগ্রি এবং যুক্তরাজ্যের সাউথ ব্যাংক ইউনির্ভাসিটি থেকে ডেভলপমেন্ট স্ট্যাডিজে এমএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন। পূর্বে তিনি বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, বাহারাইন দূতাবাসে প্রথম সচিবসহ জাতিয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি দায়িত্ব পালনকালে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩